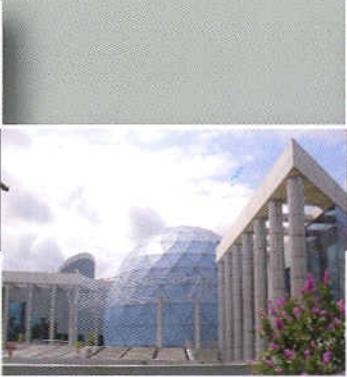




বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

সাফল্যের বছর





সাফল্যের ৮ বছর

২০০৯-২০১৩

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



প্রতিমন্ত্রী
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখ্যবন্ধ

বাংলাদেশকে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশ তথ্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে 'রূপকল্প-২০২১' ঘোষণা করেছিলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণ তার অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ। সেই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজ আর কেবল কল্পনা নয়। বিগত ৫ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরকার প্রমাণ করেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন বাস্তবে পরিগত হয়েছে। মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান সহায়ক হাতিয়ার এখন ডিজিটাল প্রযুক্তি। দেশের সকল মানুষ এখন হৃদয় দিয়ে উপলক্ষি করছে-

‘প্রযুক্তি প্রগতির পথ বলে গণ্য
ডিজিটাল বাংলাদেশ সব মানুষের জন্য’

জাতির পিতা, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা-ভট্টাচারমুক্ত একটি স্বাধীন সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়া। সেটাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্নকে সত্যে পরিগত করার অভিযাত্রা অগ্রসর হয়েছে অনেক দূর। আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের উন্নয়নের এই সংগ্রামে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হচ্ছে অন্যতম হাতিয়ার এবং বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদরাই এ কর্মকাণ্ডের প্রধান সৈনিক। তাই আমাদের গভীর উপলক্ষ্মি:

‘পিতা দিয়ে গেল স্বাধীনতা, কন্যা দেখাল পথ
জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার মাঝে দেশের ভবিষ্যৎ।’

জ্ঞানভিত্তিক সমাজ তথ্য বিজ্ঞানমন্ত্র জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দেশে দক্ষ বিজ্ঞানী ও গবেষক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে-উৎসাহে-নির্দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

বাঙালির দীর্ঘদিনের স্বপ্ন পরমাণু দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করার মতো অভিযাত্রার সূচনা করা হয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর ফলে আমাদের বিদ্যুতের সমস্যার সমাধান তো হবেই, দেশও পৌছে যাবে আধুনিক বিশ্বের কাতারে। আর আমাদের যুবসমাজ উজ্জীবিত হবে নতুন প্রেরণায়।

এছাড়া দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সম্মাননার নতুন ক্ষেত্র হিসেবে সমুদ্র সম্পদ চিহ্নিতকরণ, আহরণ ও এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য সমুদ্র গবেষণা ইনসিটিউট প্রতিষ্ঠা, বিজ্ঞানী ও গবেষকদের গবেষণার উপর্যুক্ত সুযোগ সৃষ্টির জন্য বেশ কয়েকটি আধুনিক গবেষণাগার স্থাপন, বিভিন্ন জটিল ও প্রাণঘাতী রোগ নির্গং ও চিকিৎসাসেবা দেয়ার জন্য নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টার স্থাপনসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

‘সাফল্যের ৫ বছর’ বর্তমান সরকারের পূর্ববর্তী মেয়াদে পাঁচ বছরের সাফল্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্জন সম্পর্কিত পুষ্টিকা। এই পুষ্টিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, কার্যপরিধি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ীক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বিগত পাঁচ বছরের অর্জন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণ জনগণ, শিক্ষার্থী এবং গবেষকগণ এই পুষ্টিকা থেকে তাঁদের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবায়নে অবশ্যই সক্ষম-এ আমাদের গভীর বিশ্বাস।

স্থপতি ইয়াফেস সেমান

অধ্যায় ১ **মন্ত্রণালয় পরিচিতি**

পটভূমি
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
প্রধান কার্যাবলি
বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো
প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ
বাজেট

অধ্যায় ২ **মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থার সাফল্য ও অগ্রগতি**

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক)
ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

অধ্যায় ৩ **বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি**

অধ্যায় ৪ **উপসংহার**

পটভূমি

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা ও আগবিক শক্তি বিভাগ’ নামে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে এটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা এবং আগবিক শক্তি বিভাগ’ নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অংশ হিসেবে এ বিভাগটি রাষ্ট্রপতির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত হয় এবং এর নামকরণ করা হয় ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা বিভাগ’। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে এটি পুনরায় স্বতন্ত্র বিভাগ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত হয়। ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে বিভাগটি ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত হয়। মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি পুনর্বিন্যাস করে ২০০২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে এর নামকরণ করা হয় ‘বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’। অতঃপর ২০১১ সালের ২৮ এপ্রিল তারিখে বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ’ নামে দুটি পৃথক বিভাগে পুনর্গঠিত হয়ে সর্বশেষ ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর তারিখে যথাক্রমে ‘বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ এবং ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়’ নামে দুটি পৃথক মন্ত্রণালয় গঠিত হয়।

বর্তমান সরকার দায়িত্ব প্রহরের পর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ অর্জন, সময়োপযোগী কর্ম-উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবানুগ ও দীর্ঘমেয়াদী কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সুস্থি ও সমৃদ্ধিশালী বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন, প্রসার এবং এসবের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা প্রদান মন্ত্রণালয়ের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট অভিলক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, যেমন:

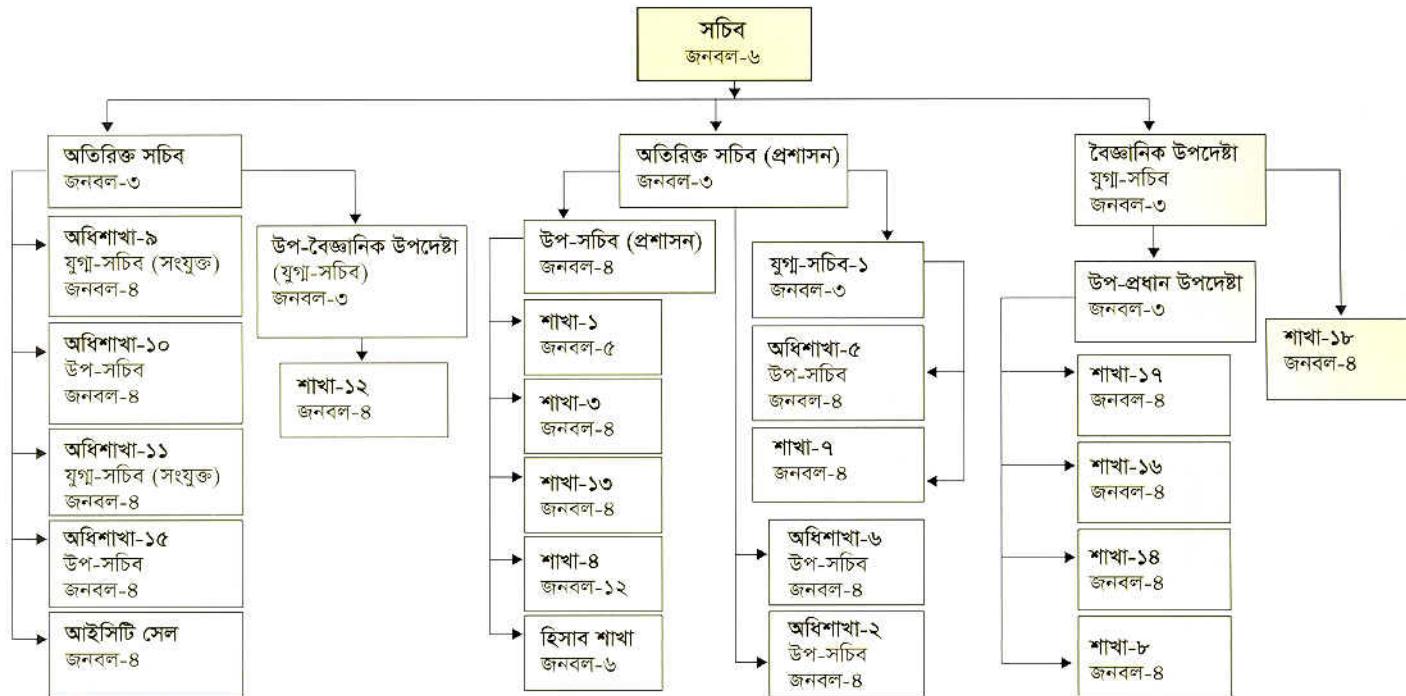
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির শাস্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা এবং এ ক্ষেত্রে দক্ষ মানবসম্পদ সৃজন;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য স্থায়িত্বশীল ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উন্নাবন এবং এ বিষয়ে গবেষণা উন্নয়ন;
- সামুদ্রিক সম্পদ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণার জন্য তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করার বিষয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- বিজ্ঞানমনক্ষ জাতি গঠনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

প্রধান কার্যাবলি

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করছে:

- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
- জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পরিষদ (এনসিএসটি)-এর সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন;
- বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান;
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন সেক্টরে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে সার্বিক সহায়তা ও আর্থিক অনুদান প্রদান;
- বিভিন্ন দেশ ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা-সম্পর্ক স্থাপন, উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন ও সহযোগিতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন;
- পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন এবং পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যাবলিসহ পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সমন্বয়সারণ;
- সমুদ্র সম্পদ, কেমিক্যাল মেট্রোলজি, জীবপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্প বিষয়ক গবেষণা;
- দেশীয় লাগসই প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার এবং এ সংক্রান্ত অবকাঠামো ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ ও বিজ্ঞান-সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে প্রতিবছর ‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ’ উদযাপন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো



পদের নাম	সংখ্যা
সচিব	১
অতিরিক্ত সচিব	২
যুগ্ম-সচিব	৫
উপ-সচিব	৫
উপ-প্রধান	১
সিনিয়ার সহকারি সচিব	৪
সচিবের একান্ত সচিব	১
সিনিয়ার সহকারি প্রধান	৩
সহকারি সচিব	২
সহকারি প্রধান	১
হিসাব দপ্তর কর্মকর্তা	১
লাইব্রেরিয়ান	১
মোট	২৭

জনবল	
প্রথম শ্রেণী	২৭
দ্বিতীয় শ্রেণী	৩১
তৃতীয় শ্রেণী	২৭
চতুর্থ শ্রেণী	৩৪
মোট জনবল	১১৯

প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন: বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের জন্য তাঁর দুরদশী পরিকল্পনায় ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩-তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা ও সেবা প্রদানে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগ, উৎসাহ ও নির্দেশে এবং স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ড. মু. কুদরাত-এ-খুদার নিরলস প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) নৃতন নামে যাত্রা শুরু করে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে বাংলাদেশের একমাত্র প্ল্যানেটেরিয়াম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষকে মহাকাশ সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিনোদনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নভোথিয়েটারের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব বায়োটেকনোলজি: জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব বায়োটেকনোলজি (এনআইবি)-এর যাত্রা শুরু হয়। জীবপ্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা এবং এর সফল প্রয়োগই এই প্রতিষ্ঠানের মুখ্য কাজ।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর: ১৯৬৫ সালের ২৬ এপ্রিল ঢাকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০-এর মাধ্যমে এটিকে একটি সংবিধিবন্ধ সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বৈজ্ঞানিক বিষয়বলি বিভিন্ন প্রদর্শনীবন্ধনের মাধ্যমে প্রদর্শন করে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাসডক): ব্যাসডক বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণামূলক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের দায়িত্বে নিয়োজিত একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। ব্যাসডক আইন ২০১০-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটিকে সংবিধিবন্ধ সংস্থার মর্যাদা প্রদান করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও নিরীক্ষামূলক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও বিতরণ করাই এই সংস্থার মুখ্য কাজ।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ: বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১২ অনুযায়ী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ নিয়ন্ত্রণসহ সকল বিকিরণ-উৎস ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তদারকি এবং বিকিরণের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানুষ, জীবজগত ও পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাজেট

সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আর্থিক খাত সংস্কার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) পদ্ধতিতে বাজেট প্রণয়নের কাজ ২০০৫-২০০৬ সাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ৪টি মন্ত্রণালয়কে নিয়ে শুরু হলো ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাজেটে সর্বমোট ৩৩টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর অংশ হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ২০০৫-২০০৬ সাল থেকেই মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো পদ্ধতির আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এ পদ্ধতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সরকারের কৌশলগত উদ্দেশ্যের নীতি ও অগ্রাধিকারের সঙ্গে বাজেট বরাদ্দের যোগসূত্র স্থাপন করা, প্রাণ্ত সম্পদের ভিত্তিতে বাস্তবসম্মত ব্যয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা এবং বরাদ্দকৃত বাজেট ও কর্মসম্পাদনের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা।

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ একটি যুগোগযোগী ও বিজ্ঞানমনক্ষ জাতি গঠনের প্রত্যয়কে বাস্তবায়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে বিগত ৫ (পাঁচ) বছরে নিম্নরূপ বাজেট নির্ধারণ করা হয়:

গত ৫ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিবরণ

(অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	অর্থবছর	অনুময়ন	উন্নয়ন	মোট
১	২	৩	৪	৫
১.	২০০৯-১০	২৩৯,৭৩,২৬	১২২,৫৬,০০	৩৬২,২৯,২৬
২.	২০১০-১১	২৮০,০০,০০	১৬৯,৫৬,০০	৪৪৯,৫৬,০০
৩.	২০১১-১২	২৯৬,২৪,৮৩	২১৪,৬৫,০০	৫১০,৮৯,৮৩
৪.	২০১২-১৩	১৯৯,২৮,০০	১৭১,৭০,০০	৩৭০,৯৮,০০
৫.	২০১৩-১৪	২১১,৮০,৪৫	৫৩৭,১৫,০০	৭৪৮,৫৫,৪৫

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

কর্মসংস্থান

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং এর প্রশাসনাধীন বিভিন্ন সংস্থায় বিভিন্ন পদে গত ৫ বছরে ৭৬৩ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি গবেষণা খাতে থেকে গবেষণা প্রকল্পে বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, মেডিক্যাল সায়েন্স, এনভারনমেন্টাল সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড আপ্লাইড সায়েন্স, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, ফিজিক্যাল সায়েন্স ও ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি এন্ড প্রে এই বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়। গত ৫ বছরে এ খাতে প্রদত্ত অনুদান ও প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি নিম্নরূপ:

- (১) গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিশেষ অনুদান কর্মসূচির আওতায় ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ১২,১৬ কোটি টাকা। ৫ বছরের প্রদত্ত মোট অনুদানের পরিমাণ প্রায় ৪৯,৩০ কোটি টাকা।
- (২) অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা: ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ৩০১টি। গত ৫ বছরে মোট ১১১৫টি।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান কর্মসূচি

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় দীর্ঘদিন থেকে এমএস, এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টোরাল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করে আসছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত ২,৪৩৩ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ১৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ১০০১ জন ছাত্র-ছাত্রী/গবেষককে ৬ কোটি ২৮ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা ফেলোশিপ প্রদান করার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রোগ্রাম

বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে এমএস, পিএইচডি ও পোস্ট-ডক্টোরাল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বর্তমান সরকারের আমলে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ পুনঃপ্রবর্তন করা হয়।

- * প্রকল্পটি ২ মার্চ ২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। এ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৫ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধন করে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৫ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- * এ প্রকল্পের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে বিদেশে ৫৫ জনকে পিএইচডি ও ৪৭ জনকে এমএস এবং দেশে ১০০ জনকে পিএইচডি ও ১৫ জনকে পিএইচডি-উত্তর কোর্স সম্পন্ন করার জন্য ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।
- * এ পর্যন্ত এ প্রকল্পের আওতায় গবেষণার জন্য দেশে ১০১ জন এবং বিদেশে ৯৪ জন গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।



২০১১ সালে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা



২০১২ সালে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং গবেষণা অনুদানের চেক প্রদান করছেন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আন্তর্জাতিক সহযোগিতা চুক্তি

১. ২২ জুলাই ২০১০ তারিখে ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও কিংডম অব মরক্কোর মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
২. ২৮ জুলাই ২০১১ তারিখে ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
৩. ১২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে ঢাকায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও রিপাবলিক অব বেলারুশের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রাশিয়ান ফেডারেশনের সহায়তায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে Nuclear Industry Information Centre স্থাপন সংক্রান্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
৫. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও Korea International Cooperation Agency (KOICA)-এর মধ্যে ৬ জুন ২০১৩ তারিখে ঢাকায় Implementation of Multi-year Capacity Development Programme সংক্রান্ত Minutes of Meeting স্বাক্ষরিত হয়।

আইন ও বিধি প্রণয়ন

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় ও এর প্রশাসনাধীন সংস্থাসমূহের জন্য বিগত ৫ বছরে নিম্নবর্ণিত আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে:

১. আইসিটি নীতিমালা, ২০০৯
২. আইসিটি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা
৩. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধনী) আইন, ২০০৯
৪. হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০
৫. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর আইন, ২০১০
৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক এন্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যাপডক) আইন, ২০১০
৭. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন, ২০১০
৮. ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব বায়োটেকনোলজী আইন, ২০১০
৯. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি, ২০১১
১০. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নীতি ২০১১-এর কর্মপরিকল্পনা
১১. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ট্রাস্ট আইন, ২০১১
১২. বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১২
১৩. বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ আইন, ২০১৩
১৪. ন্যাশনাল ইনসিটিউট অব বায়োটেকনোলজি-এর চাকুরীর প্রবিধানমালা, ২০১১
১৫. জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের চাকুরী প্রবিধানমালা, ২০১১
১৬. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার (কর্মকর্তা-কর্মচারি) চাকুরীর প্রবিধানমালা, ২০১১।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কাজের অগ্রগতি

বর্তমান সরকার 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ২০,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মহাপরিকল্পনা (Power Sector Master Plan) গ্রহণ করেছে। সরকারের এ মহাপরিকল্পনায় ২০,০০০ মেগাওয়াট এর ১০% বিদ্যুৎ পারমাণবিক শক্তির মাধ্যমে উৎপাদনের উদ্দেশ্যে পাবনা জেলার রূপপুরে প্রতিটি ১০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ইউনিট সংবলিত মোট ২০০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্দোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের সময়ে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপ:

১. ২১ মে ২০১০ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে একটি MOU এবং একটি Framework Agreement স্বাক্ষরিত হয়;
২. ১১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখ পর্যন্ত রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে ১৫-সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ ও পরমাণু শক্তি কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ Site Specific Study বিষয়ক কার্যক্রম যৌথভাবে পর্যালোচনা করেন;
৩. রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের অর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান সরকারের মধ্যে ২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে একটি দ্বিপক্ষিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়;
৪. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাশিয়া সফরকালে গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের প্রাথমিক কার্যাদির জন্য State Export Credit সংক্রান্ত একটি Agreement এবং প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজে অর্থায়নের জন্য পৃথক একটি সমরোতা স্থারক স্বাক্ষরিত হয়;
৫. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কার্যাবলি সম্পাদনের লক্ষ্যে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)-শীর্ষক প্রকল্প ২ এপ্রিল ২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অধীন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও রাশিয়ান ঠিকাদার Atomstroyexport-এর মধ্যে মোট ৪টি চুক্তির মাধ্যমে এর কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে;
৬. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন;
৭. উল্লিখিত চারটি চুক্তির মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় চুক্তি সরকারি ত্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার কমিটির অনুমোদনক্রমে স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তির আওতাধীন কার্যাবলি চলমান আছে। প্রথম চুক্তির আওতায় Development of Feasibility Evaluation, Environmental Impact Assessment (EIA), Site Engineering Survey ও Environmental Studies এবং দ্বিতীয় চুক্তির আওতায় Development of Design Documentation, First Priority Working Documentation and Engineering Survey for the Design Stage ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হবে;
৮. রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের অধীনে একটি কোম্পানি গঠনের বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।



২ নভেম্বর ২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ান ফেডারেশন সরকারের মধ্যে রূপপুর পারমাণবিক
বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান



মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়)'
প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন

জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনসিটিউট স্থাপন

দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বিভিন্নমূল্যী চাহিদা মেটানোর জন্য সমুদ্র সম্পদের উপর গবেষণা তথা সমুদ্র সম্পদ সনাক্তকরণ, আহরণ এবং এর সর্বোচ্চ ও বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনসিটিউট' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ প্রতিষ্ঠান নির্মাণের লক্ষ্যে কক্ষবাজার জেলার রামু উপজেলায় ৪০ একর জমির উপর ১০২.৩৪ কোটি টাকা প্রাকলিত ব্যয়ে জুলাই ২০০০ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে 'জাতীয় সমুদ্র গবেষণা ইনসিটিউট স্থাপন (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের ভবনাদিসহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির উদ্ঘোষণ করেন। প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে কক্ষবাজারে একটি মেরিন অ্যাকোয়্যারিয়াম নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সমুদ্র গবেষণা ইনসিটিউট আইন প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ক. সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গবেষণালক্ষ জ্ঞান দ্বারা সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ;
- খ. পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন coast and deep sea circulation, island formation, water flow, oil spill over, waste dumping, blast water, deforestation effect ইত্যাদি নির্ণয়;
- গ. জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, যেমন কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গমন, ওজোন স্তর ক্ষয়, বরফ গলন, প্রবাল ধ্বংস, তেল-গ্যাস উত্তোলন ও উত্তোলনের প্রভাব ইত্যাদি নির্ণয়;
- ঘ. দেশের সমুদ্র বিজ্ঞান গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে ইনসিটিউটের বিদ্যমান সুবিধা প্রদান;
- ঙ. দেশের বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানে সহযোগিতা প্রদান।

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন

রাষ্ট্রপতির আদেশ ১৫-এর মাধ্যমে ১৯৭৩ সালে ২৬শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরমাণু বিজ্ঞানের মতো একটি অতি পরিশীলিত এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ ও অবদানের তাংপর্য উপলক্ষ্যে করা এবং সর্বোপরি একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য দেওয়া বাংলাদেশের বিজ্ঞান গবেষণার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়ে অতি স্বল্প পরিসরে পরমাণু প্রযুক্তি শুধুমাত্র চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে চিকিৎসাসহ কৃষি, খাদ্য, জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ, শিক্ষা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির শাস্তিগূর্ণ ব্যবহারের একটি বহুমুখী আয়োজনের সূচনা হয়। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে ১৮টির অধিক স্থাপনার মাধ্যমে গবেষণা এবং সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

বিগত ৫ বছরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-এর অর্জন

অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থাপনা নির্মাণ

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ৬টি প্রকল্পের আওতায় ৬টি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থাপনার কাজ যথাসময়ে শেষ করেছে। এ স্থাপনাগুলো গত ৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্ঘোষণ করেন। এ স্থাপনাগুলোর মধ্যে ট্যাঙ্কেট এক্সিলিটিজিট, ৩৫০ হাজার কিউরি ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি গামা রেডিয়েশন সোর্স ও ভেরি লার্জ ক্ষেল ইন্টিগ্রেশন (VLSI) ল্যাবরেটরি উল্লেখযোগ্য। ল্যাবরেটরি সমূহের মাধ্যমে বিভিন্ন বস্তুতে কোন কোন ধাতব পদার্থ বিদ্যমান তা সনাক্ত করা হচ্ছে। পরমাণু বিষয়ে বিজ্ঞানী, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীকে বিশ্বানের পরমাণু বিষয়ক গবেষণার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

গবেষণা প্রবন্ধ

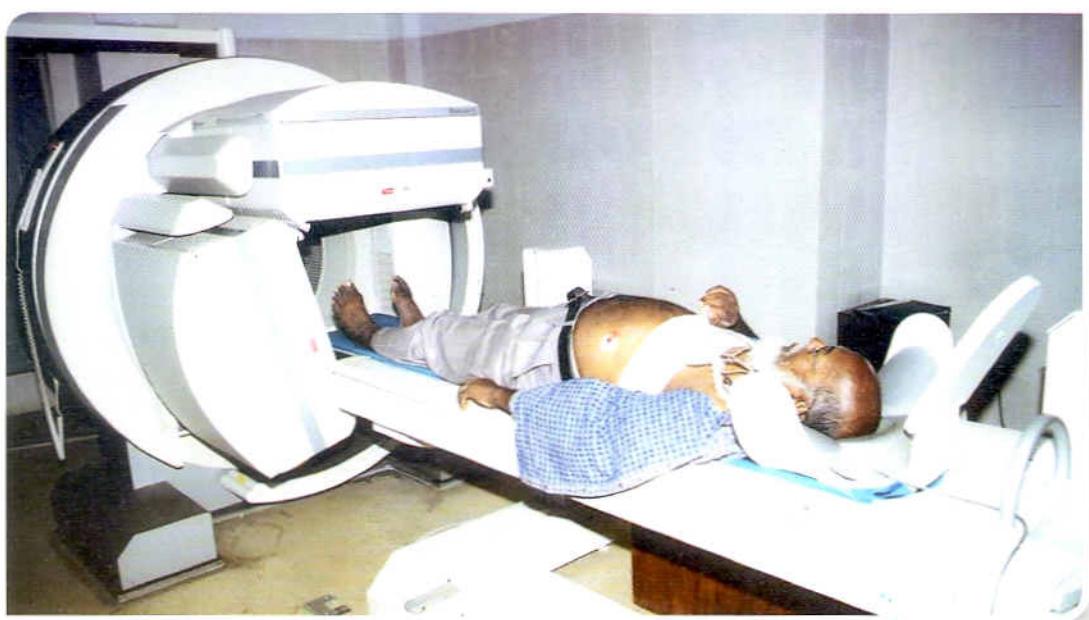
বিগত ৫ বছরে কমিশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৬০৪টি এবং দেশীয় জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা ৫০৪টি।



৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ৬টি অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক স্থাপনার উদ্ঘোষণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

পরমাণু চিকিৎসার সম্প্রসারণ

বর্তমান সরকার পরমাণু চিকিৎসা সেবা জনগণের হাতের নাগালে আনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন পরমাণু চিকিৎসা ইনসিটিউট এবং ১৩টি সরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অবস্থিত পরমাণু চিকিৎসা ও আল্ট্রাসাউন্ড কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতি বছর তিন লক্ষাধিক রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। অত্যধিক যন্ত্রপাতিসমূহ এই সকল কেন্দ্রসমূহে তেজক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের মাধ্যমে মন্তিক্ষ, যকৃত, কিডনি, হাড় প্রভৃতি অঙ্গের টিউমার ও অন্যান্য রোগ নির্ণয়, হৃদযন্ত্র, কিডনি প্রভৃতি অঙ্গের কার্যকারিতা পরীক্ষা এবং অপুষ্টি, রক্তস্থলতা, গলগও রোগ নির্ণয়, গর্ভজাত সন্তানের অবস্থান নির্ণয়সহ মানবদেহের বিভিন্ন হরমোনের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। বিগত ৫ বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদান করে মোট আয় হয়েছে প্রায় ৫৪ কোটি টাকা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দরিদ্র রোগীকে বিনামূল্যে অনুরূপ চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।



মানবদেহে জাতিল রোগ নির্ণয়ে পরামাণু চিকিৎসার আওতায় স্থানিং পদ্ধতির প্রয়োগ

পরমাণু চিকিৎসা সেবায় ডিজিটাল প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পরমাণু চিকিৎসা কেন্দ্রসমূহে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সুবিধা চালু করা হয়েছে। এখন জনসাধারণ ঘরে বসে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের নিউক্লিয়ার মেডিসিন সেন্টারগুলোতে বিভিন্ন ধরনের সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন এবং বিভিন্ন টেস্টের রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারছেন।

মেডিক্যাল রেডিও আইসোটোপ উৎপাদন: বিগত ৫ বছরে ৩৩৮টি Tc^{99m} জেনারেটর এবং ১৬৬৯,৪১ কিউরি I-131 উৎপাদন করেছে, এতে করে সর্বমোট প্রায় ১৭ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা সশ্রয় হয়েছে।

আমদানীকৃত খাদ্যব্রোের তেজক্রিয়তা পরীক্ষণ: বিগত ৫ বছরে ৩৭৭৯২টি নমুনার তেজক্রিয়তার মাত্রা নিরূপণ করা হয়েছে যা থেকে আয় হয়েছে মোট ৪৮ কোটি ১২ লক্ষ টাকা।

রাসায়নিক বিশ্রেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে আয়: বিগত ৫ বছরে রাসায়নিক বিশ্রেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে আয় হয়েছে প্রায় ১৩ কোটি টাকা।

টিসু ব্যাংকিং এবং জীবাণুমুক্ত টিসু গ্রাফট প্রস্তুত ও সরবরাহ: দেশের ১২০টি হাসপাতাল/স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পুনর্বাসন শল্য চিকিৎসার জন্য টিসু গ্রাফট তৈরি করে ১২৪৪১ পিস Human tissue allograft (Amnion) এবং ২৮,৪৫৯ পিস Human tissue allograft (Bone-chips, Granules, Massive Graft) প্রক্রিয়াকরণ ও সরবরাহ করা হয়েছে যা থেকে আয় হয়েছে প্রায় ১৫ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

মানবসম্পদ উন্নয়ন: বিগত ৫ বছরে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ১৫৯০ জনকে উন্নততর কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ১১৮২ জন শিক্ষার্থীর গবেষণা (অনার্স, এমএসসি, এমফিল, পিএইচডি) তত্ত্বাবধান করা হয়েছে।



অগ্নিদগ্ধ রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত এমনিয়াটিক টিসু গ্রাফট



পরমাণু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অবস্থিত ট্রেনিং ইনসিটিউটে
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

জাতীয় শিল্পের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে বহুমুখী বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে বিসিএসআইআর-এর পরিধি বিস্তৃত হয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি পূর্ণাঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণাগার এবং ঢাকা, সাভার ও জয়পুরহাটে ৫টি ইনসিটিউট ও ১টি সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বিসিএসআইআর বাংলাদেশের অন্যতম বহুমুখী গবেষণা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর কয়েকটি গবেষণাগার আর্তজাতিকমানের গবেষণাগারের স্বীকৃতি তথা ISO/IEC 17025 সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। বিসিএসআইআর দেশে শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান, শিল্প ও প্রযুক্তি বিষয়ক সমস্যাবলির উপর গবেষণা এবং গবেষণার সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান ভৌত বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, জীব প্রযুক্তি, পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি (বায়ো-গ্যাস, বায়ো-ফুয়েল), কাচ ও সিরামিক, লেদার টেকনোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, টিসু কালচার, পান্ন এন্ড পেপার, ফাইবার এন্ড পলিমার, ন্যানো-টেকনোলজি, ফার্মাসিউটিক্যাল সায়েন্স ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে প্রযুক্তি প্রসারে সহায়তা করার লক্ষ্যে ১৪৬টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯৫টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশে বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে উত্তীবিত আর্সেনিক দূরীকরণ, ফিল্টার টেকনোলজি ভেরিফিকেশনের জন্য বিসিএসআইআর সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছে। বিশেষ প্রথমবারের মত এই ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে বিসিএসআইআর ৪৬টি টেকনোলজি ভেরিফিকেশন করে ৬টি আর্সেনিক দূরীকরণ টেকনোলজিকে সার্টিফিকেট প্রদান করেছে। খাদ্যপদ্যে ফরমালিনের উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য স্বল্প মূল্যের ফরমালিন কিট উভাবন করা হয়েছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ৫০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০ জন শিক্ষার্থীর উচ্চতর গবেষণা কাজে সুপারভিশন ও সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ১৯৫ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞানমনক্ষ জাতিগঠন এবং বিজ্ঞান গবেষণাকে জনগ্রহণ করার জন্য প্রতিবছর বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে উন্নত চুলা, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, সৌর ড্রায়ার, পানি বিশুদ্ধকরণ ফিল্টার, স্বল্পব্যয়ী-দীর্ঘস্থায়ী গৃহনির্মাণ সামগ্রী, স্বাস্থ্য সেবায় স্পিপোলিনা, নিম ও অন্যান্য ঔষধি উৎসদের গুণাগুণ, মলটেড উইনিং ফুড ইত্যাদি প্রযুক্তিসমূহের উপর ৬৪টি জেলা সদরে ও ৪৯টি উপজেলায় সেমিনার, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট অংশীদারিত্ব স্থাপন এবং শিল্পায়ন ও উচ্চশিক্ষায় সহায়তা করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়সহ ২৪টি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমরোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বিসিএসআইআর কর্তৃক বিগত ৫ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ১৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এরমধ্যে ৫টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ৮টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। সমাপ্ত প্রকল্প ৫টি হচ্ছে:

ক. ইনসিটিউট অব মাইনিং মিনারোলজি অ্যাভ মেটালার্জি (আইএমএমএম) প্রকল্প: খনিজ দ্রব্যের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে জয়পুরহাটে আইএমএমএম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশের সর্বপ্রথম খনিজ ও ধাতব বিষয়ক এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে শুভ উদ্বোধন করেন। এ গবেষণাগারটি থেকে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের উদ্যোগাদের খনিজ পদার্থ সনাক্তকরণ, আকরিকে বিভিন্ন খনিজ পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ সংক্রান্ত সেবা প্রদানসহ বাংলাদেশের খনিজ পদার্থ নিয়ে গবেষণার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে।



২২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে আইএমএমএম প্রকল্প শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

খ. ডেজিগনেটেড রেফারেন্স ইনসিটিউট ফর কেমিক্যাল মেজারমেন্ট (ডিআরআইসিএম): বিশ্বমানের কেমিক্যাল মেজারমেন্ট ও ক্যালিব্রেশন করার জন্য ডিআরআইসিএম স্থাপন করা হয়েছে যা সকল দেশী প্রতিষ্ঠানকে গুণগত মানের নিষ্যতা দিচ্ছে এবং তাদের যন্ত্রপাতি ক্যালিব্রেশন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। সংস্থাটি আর্টজাতিক ও আধুনিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে।



তিআরআইসিএম পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গ. অণুজীবের সাহয়ে খাদ্যসহ মূল্যবান দ্রব্য উৎপাদন ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য সম্পদ অণুজীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রকল্প: খাদ্যসহ সূল্যবান দ্রব্য উৎপাদনের জন্য উপকারী অণুজীব সনাক্তকরণ, বৈশিষ্ট্য নিরূপণ ও সংরক্ষণের ফেত্রে সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে নিরাপদ ও মনসম্পন্ন খাদ্য তৈরি: অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব দ্রব্যাদি যেমন- এন্টিবায়োটিক এনজাইম, ফাঞ্জি সাইট তৈরি; উপকারি অণুজীবের molecular Taxonomy নির্ণয় এবং Patent Right সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে।

ঘ. খাদ্য নিরাপত্তা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্য তৈরিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-কারকদের সহযোগিতার লক্ষ্যে গবেষণা প্রকল্প: প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সংবেদনশীল যন্ত্রসংগ্রহ করে একটি গবেষণাগার কে আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। এর ফলে খাদ্যেদ্রবে বিদ্যমান বিভিন্ন রাসায়নিকের উপস্থিতি ও খাদ্যমান নির্ণয়ে সক্রম একটি আর্তজাতিক মান সম্পদ গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গবেষণাগারের মাধ্যমে খাদ্যমান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সংস্থা ও খাদ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারকদের বিশেষণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

ঙ. টুলস ও বায়োমেটেলিক ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তুর উন্নয়ন প্রকল্প: অতাধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ বিশেষায়িত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার স্থানীয়ভাবে টুলস ও ইমপ্ল্যান্টের জন্য বস্তু নির্বাচন, উন্নয়নের কারিগরি পদ্ধতি উভাবন হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার

শিক্ষার্থীসহ দেশের জনসাধারণকে বিজ্ঞান, বিশেষ করে মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহী করে তোলার লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ঢাকার বিজয় সরণীতে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের একমাত্র প্ল্যানেটেরিয়াম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার’। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৮ মার্চ ২০১০ তারিখে মহান সংসদে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার আইন ২০১০’ প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে স্থীকৃতি লাভ করে। বর্তমান সরকারের বিগত ৫ বছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার-এর অর্জন নিম্নরূপ:



বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোথিয়েটার

লার্জ ফর্ম্যাট ফিল্ম চালুকরণ

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের ভাষণ সংবলিত বাংলাদেশের উপর নির্মিত ১৫ মিনিটের লার্জ ফর্ম্যাট ফিল্ম ‘এই আমাদের বাংলাদেশ’ গত ১৯ আগস্ট ২০০৯ তারিখে উদ্বোধনের পর থেকে নতোথিয়েটার-এ প্রদর্শিত হচ্ছে;



লার্জ ফিল্মে এর শুভ উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান

নিউক্লিয়ার ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন

১৫ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকার এবং রাশিয়ান ফেডারেশন এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি শর্তানুযায়ী নভোথিয়োটারে রাশিয়ান ফেডারেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় নিউক্লিয়ার ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হচ্ছে। সেন্টারটিতে 3D প্রজেকশন, Safety Model, Dosimeter ইত্যাদির মাধ্যমে পরমাণু শক্তির বিভিন্ন বিষয় দর্শনার্থীদের কাছে সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে।



১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে নিউক্লিয়ার ইনফরমেশন সেন্টারের শুভ উদ্বোধন করেন
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী স্থপতি ইয়াফেস ওসমান



নিউক্লিয়ার ইভাস্ট্রি ইনফরমেশন সেন্টারের সেক্ষটি মডেল



নিউক্লিয়ার ইভাস্ট্রি ইনফরমেশন সেন্টারে মানবদেহের তেজক্ষিয়তা মাপার ডিসিমিটাৰ

ই-টিকেটিং সিস্টেম

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোপিয়েটারে ই-টিকেটিং সিস্টেম চালু কৰা হয়েছে। ফলে দেশের ছাত্রসমাজ তথা দর্শকবৃন্দ ঘৰে বসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নতোপিয়েটারের টিকেট টেলিটক মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ৰয় কৰতে পাৰছেন।

ওয়েবসাইট স্থাপন ও অন্যান্য

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারের ইংরেজি ওয়েবসাইট এর পাশাপাশি বাংলা ওয়েবসাইট ও চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে নভোথিয়েটার একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জাতীয় ই-তথ্য কোষ এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণ নভোথিয়েটার সম্পর্কিত তথ্য জানতে পারছে।



স্মার্ট স্টেপ ফ্রার গেম-এর শুভ উদ্বোধন করেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হৃষ্পতি ইয়াফেস ওসমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি

২০১১-১২ অর্থবছরে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ’ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- ক. ২টি Large Format Film ত্রয়/ সংগ্রহ/ আমদানি করা হয়েছে এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে;
- খ. একটি Smart Step Floor এবং একটি Smart Game ত্রয় ও স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে;
- গ. একটি 5D Interactive Edutainment Simulator ত্রয় করা হয়েছে এবং দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে।



5D Interactive Edutainment Simulator-এর শুভ উদ্বোধন করেন

বিশ্বনন্দ ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হৃষিকেশ সেমান

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের জন্য ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ৬৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের নিম্নরূপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে:

- ক. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐতিহাসিক সংগ্রামের উপর ৩০ মিনিট দৈর্ঘ্যের ডিজিটাল ফিল্ম তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ডিজিটাল ফিল্ম নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে।
- খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার মানোন্নয়ন এবং ডিজিটাল চলচিত্র প্রদর্শন সিনেম স্টেইন স্থাপন করার বিষয়টি সম্পন্ন হয়েছে;



জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

- গ. Scientific Exhibits এবং Digital Exhibits স্থাপন করা হচ্ছে;
- ঘ. 5-D movie theatre স্থাপন করা হচ্ছে;

দর্শক সমাগম ও রাজস্ব আয়

গত ৫ বছরে ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৪৭৪ জন দর্শনার্থী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার পরিদর্শন করেছেন। গত ৫ বছরে এই প্রতিষ্ঠান ৪ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করেছে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর বিজ্ঞান শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের মূল কার্যক্রম:

ক. গ্যালারি প্রদর্শন

খ. শিক্ষা কার্যক্রম

গ. প্রকাশনা।

এ প্রতিষ্ঠানে দেশের সর্ববৃহৎ ও প্রাচীনতম কম্পিউটার, প্রাচীন মুদ্রণযন্ত্র, বিগত শতাব্দীর প্রথমার্দের বিমান ইঞ্জিন, বিশাল নীল তিমির কঙ্কাল, উডুকু মাছ, প্রাগ্রতিহাসিক যুগের আবিষ্কৃত ফসিল, মহাকাশ থেকে পতিত দুর্লভ উল্কাপিণ্ড, জাপানের আগ্নেয়গিরির লাভা, বিজ্ঞানের মজার মজার খেলা, বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ছবি ও ব্যক্তিগত জিনিসপত্র, সায়েন্স পার্ক, ঐতিহাসিক নৌলের বাগান, লাঙ্ঘা আর রেশমের আজানা তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ ও শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে মহাকাশ দর্শনের অপূর্ব সুযোগসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নানা আবিষ্কার ও দুর্লভ প্রদর্শনী উপভোগেরও সুযোগ রয়েছে।



মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি উন্মোচন করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী হৃগতি ইয়াকেব ওসমান

বিগত ৫ বছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অর্জন

প্রদর্শনী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর মোট ৫৭টি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ করেছে। মহাকাশ বিজ্ঞান বিষয়ক ১৯টি এবং তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক ১টি ডিসপ্লে বোর্ড প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া তরুণ প্রজন্মকে বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করার লক্ষ্যে জাদুঘরের বিদ্যমান গ্যালারিসমূহের সঙ্গে আরও ২টি গ্যালারি সংযোজন করা হয়েছে। গ্যালারি দুটি হলো:

- ক. মহাকাশ বিজ্ঞান গ্যালারি ও
- খ. তরুণ বিজ্ঞানী গ্যালারি।

‘জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের গ্যালারিসমূহের জন্য প্রদর্শনীবস্তু সংগ্রহ ও তরুণ বিজ্ঞানীদের উত্তাবনীমূলক কাজে উৎসাহ প্রদান’ শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় সারাদেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনভূক্ত ৭৯টি বিজ্ঞান ক্লাবকে মোট ১০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।



মিটজু বাস্তের উদ্বোধন করছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের
মাননীয় প্রতিষ্ঠাতা সুপ্রতি ইয়াকেন দেশমুখ

২০০৯-১০ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর শক্তিশালীকরণ কর্মসূচির আওতায় একটি মিউজু বাস সংগ্রহ করা হয়। মিউজু বাসে ব্যবহারের জন্য ২৯টি প্রদর্শনীবঙ্গসহ ৮টি টেলিস্কোপ, ৫ কেভিএ জেনারেটর, অডিও-ভিস্যুয়াল ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার উদ্দেশ্যে মিউজু বাসটি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ঢাকার বাইরে জেলা/ উপজেলা পর্যায়ে প্রদর্শনীর জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মিউজু বাসের সাহায্যে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় ৬৯টি আম্যান্ড বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। বিগত সময়ে ১ লক্ষ ৫ হাজার ৮৫০ জন দর্শক এটি দর্শন করেছেন।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে স্থাপিত অন্যান্য আধুনিক প্রদর্শনী বঙ্গসমূহ হচ্ছে:

- আর্থ-কোয়েক সিমুলেটর
- দূরবীক্ষণযন্ত্র
- মিশন কন্ট্রোল কেন্দ্র
- মিশন কন্ট্রোল
- মহাকাশ সংস্থাসমূহ
- অ্যাস্ট্রোকালচার
- গ্যাসের অনুমান
- স্পেসস্যুট (নভোচারীর পোশাক)



মহান বিজ্ঞান দিবস, ২০১৩ উপরকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজু বাসের প্রদর্শনী
উপভোগ করছেন বিজ্ঞান অনুরাগী দর্শকরা